খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 06 ● Bardhaman ● 30 August 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● অনেক জায়গাতেই স্কুল চলাকালীন স্কুল প্রাঙ্গণে জোরে মাইক বাজিয়ে চলছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির, অভিযোগ।স্কুল টাইমে স্কুল প্রাঙ্গণে মাইক বাজিয়ে ক্যাম্প করা কতটা যুক্তিযুক্ত ? উঠছে প্রশ্ন।

● অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের সব থেকে দরিদ্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● খানপুর হাটতলা বাস স্টপেজে নেই কোনো যাত্রী প্রতিক্ষালয়।ঝড় বৃষ্টি কিংবা প্রচন্ড রোদের সময় ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হন বাস কিংবা ট্রেকারের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীরা।

● বাইরের রাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলার যে সব পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরে আসবেন তাদের নতুন কাজের ব্যবস্থা না হওয়া অবধি মাসে মাসে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেবার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন।খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই দীর্ঘদিন ধরে বিকল ঠান্ডা পানীয় জলের এটিম সারিয়ে দিল পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।খুশির হাওয়া এলাকায়।পাড়াতল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীমানপুর গ্রামের বাউড়ি পাড়ার ঘটনা।

● বচসার জেরে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে বাবাকে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে ! গ্রেফতার অভিযুক্ত ছেলে।মন্তেশ্বরের আকবর নগর এলাকার ঘটনা।

● "আজকে তুমি ক্ষমতায় আছো, তাই বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছো।আজ তুমি আছো,কাল তুমি থাকবে না।তখন তোমাদের কি হবে ?", বর্ধমানে প্রশাসনিক সভা থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● কর্তব্যরত সাংবাদিকের সঙ্গে অভব্য আচরণ করার অভিযোগে এএসআই পদমর্যাদার এক পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।তাকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে।

● পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেওয়াকে কেন্দ্র করে সাময়িক

(এরপর চারের পাতায়)

শ্রাবণী মেলায় নীরব কর্তব্য পালনকারীদের সম্মান জানাল হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন - তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় নীরব কর্তব্য পালনকারীদের

সম্মান জানাল হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ।পুলিশকর্মীদের কর্তব্যপরায়ণতা, ধৈর্য ও পেশাদারিত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে বৃহস্পতিবার সিভিক ভলেন্টিয়ার,টিএইচজি, কনস্টেবল, অফিসার ও সুপিরিয়র অফিসারদের হাতে সম্মাননা তুলে দিলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামনাশিস সেন।জননিরাপত্তা,ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন - মঙ্গলবার বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল মাঠে

আয়োজিত সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস এবং পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার ১, ৪৫২টি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায, যার আর্থিক মূল্য ৭৮৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা।সেই সঙ্গে ১৭১টি প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী,যার আর্থিক মূল্য ৬৯৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মোট ২৪টি জনমুখী প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন,যার আর্থিক মূল্য ১১০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা।এবং

(এরপর চারের পাতায়)

বর্ধমান ১ নং ও গলসী ১ নং ব্লকে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানশিবির পরিদর্শন করলেন প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মীনা,সঙ্গে ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েষা রানী এ।সকলের সঙ্গে মেঝেতে বসেই শুনলেন মানুষের সমস্যার কথা।

হিজাব পরার কারণে চাকরি থেকে নার্সকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন নওসাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা - হিজাব পরার কারণে মুর্শিদাবাদে এক নার্সকে চাকরি

থেকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। আইএসএফের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, "হিজাব পরার জন্য হাসপাতালের নার্সকে চাকরিচ্যুত হতে হচ্ছে।কোন বিজেপি শাসিত রাজ্যে নয়। আমাদের পশ্চিমবাংলার ৭০ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত জেলা মুর্শিদাবাদেই এই ঘটনা ঘটছে।একটি বেসরকারী হাসপাতালে যোগ্যতার সঙ্গেই আড়াই বছর কাজ করেছেন সাবরিন আখতার

(এরপর চারের পাতায়)

ভুয়ো সিম কার্ড চক্রের পর্দা ফাঁস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন -আবারও বড়সড় সাফল্য পেল হুগলি জেলা পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, তারকেশ্বর থানার গোবরা আইমা

ভুয়ো সিম কার্ড চক্রের পর্দা ফাঁস করল হুগলি জেলা পুলিশ।হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানা এনসিআরপি পোর্টালে প্রাপ্ত তথ্য ও পাহাড়পুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি ভুয়ো সিম কার্ড জেনারেট করার বড় চক্র সক্রিয় রয়েছে।এই চক্রের

(এরপর চারের পাতায়)

ধনেখালি বিধানসভার অন্তর্গত খাজুরদহ-মেলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শন করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ এবং ধনেখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী।

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 06 ● 30 August, 2025

ভাতে মারার চক্রান্ত !

রাজ্যে প্রায় দীর্ঘ চার বছর ধরে বন্ধ একশো দিনের কাজ। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একশো দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোনো বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার।দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার পশ্চিমবঙ্গ।বিভিন্ন অজুহাতে একশো দিনের কাজ,আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র।কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে আগষ্ট মাস থেকে রাজ্যে একশো দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেও তাতে কর্ণপাত করেনি কেন্দ্রীয় সরকার।উল্টে বাংলায় একশো দিনের কাজ রুখতে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার।ভাবুন তাহলে,কেমন জনদরদী কেন্দ্রীয় সরকার ! একশো দিনের কাজ পাওয়া তো মানুষের আইনি অধিকার।এটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা নয়।আর কোনো দয়ার দানও নয়। আমার আপনার ট্যাক্সের টাকা।রাজ্য থেকে কর এবং শুল্ক বাবদ যা রোজগার করে কেন্দ্রীয় সরকার তারই ভাগ দিতে হয় রাজ্যকে।যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী রাজ্যের ন্যায্য পাওনা।দুর্নীতির ধুয়ো তুলে দীর্ঘদিন ধরে কি এভাবে একশো দিনের কাজ বন্ধ রাখতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ? এটা তো কোনো দয়ার দান নয়, মানুষের ন্যায্য আইনি অধিকার।আর এই অধিকার থেকে মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার।বলা হচ্ছে রাজ্যে একশো দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে।কিন্তু মুখে বললেই তো হবে না, প্রমাণ তো দিতে হবে।রাজ্যে তো একশো দিনের কাজ পরিদর্শনের জন্য অনেক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এল,কিন্তু একশো দিনের কাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ক'টা ? ক'জনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে ? একশো দিনের কাজে দুর্নীতির দায়ে ক'টা প্রধান জেলে আছেন ? প্রমাণ ছাড়াই কি এভাবে রাজ্যের হকের টাকা আটকে রাখা যায় ? একশো দিনের কাজে কারো বিরুদ্ধে যদি নির্দিষ্ট ভাবে দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করুক কেন্দ্রীয় সরকার,আইনি ব্যবস্থা নিক। কিন্তু দু'চারজনের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে গিয়ে রাজ্যের সব জব কার্ড হোল্ডারদের ভাতে মারার চক্রান্ত বন্ধ হোক।অবিলম্বে রাজ্যে শুরু হোক একশো দিনের কাজ।বকেয়া টাকা সুদ সহ ফেরত দিক কেন্দ্রীয় সরকার।বন্ধ হোক রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ।

যাত্রা শিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা - রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যাত্রা আকাদেমির ব্যক্তিবর্গ।প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলে এই কর্মশালা।কলকাতা থেকে স্বনামধন্য প্রশিক্ষকরা প্রতিদিন কর্মশালা

আয়োজনে পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের নজরুল মঞ্চে ১৯ আগষ্ট থেকে ২৫ আগষ্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল সাত দিনের যাত্রা কর্মশালা।যাত্রা শিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজেই এই কর্মশালা। মঙ্গলবার ১৯ আগষ্ট এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সচিব লিপিকা ব্যানার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট পরিচালনা করেন। বর্ধমান ডিভিশনের কর্মশালা পূর্বস্থলী ১ ব্লকে হওয়াতে খুশি সাধারণ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাশিল্পের বিকাশের জন্য উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।এই প্রথম বিভিন্ন জেলায় যাত্রা শিল্পীদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে।কর্মশালা শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

(প্রথম পাতার পর)

শ্রাবণী মেলায় নীরব কর্তব্য

পূর্ণার্থীদের সহায়তায় পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা এই মেলাকে করেছে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ। পুলিশ কর্মীদের সম্মাননা ভবিষ্যতের আরও সেবামূলক দায়িত্বে তাদের প্রেরণা জোগাবে বলে মনে করছেন অনেকে।হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামনাশিস সেন শ্রাবণী মেলায় নিযুক্ত সমস্ত পুলিশকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন,যাঁরা অবিচল নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই বৃহৎ জনসমাগম সফলভাবে পরিচালনা করেছেন।হুগলি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,এই সম্মান জানানো শুধু পুরস্কার নয়, এটি হল দায়িত্ববোধের স্বীকৃতি এবং সমাজের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার, কৃশানু রায় সহ জেলার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ।

মানুষের সমস্যা সমাধানে পাখির আচরণ থেকে শিক্ষা

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিদ ড্যানিয়েল ব্লুমস্টেইন ২০২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স (AAAS) এর বার্ষিক সভায় বলেন ''গত কয়েক দশকে, আচরণগত জীববিজ্ঞানীরা জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, পরিবেশ দূষণ এবং মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানে পাখির আচরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন।'' একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বন্য পায়রা পরিবেশে সীসা দূষণের নির্ভরযোগ্য জৈব সূচক হতে পারে। ২০১৭ সালে রয়টার্সের একখবরে প্রকাশ,বিজ্ঞানীরা ১০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন নিউ ইয়র্ক সিটির প্রায় ১০ শতাংশ শিশুদের শরীরে সীসার মাত্রা বেশি। তার কয়েক বছর আগে যখন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী রেবেকা ক্যালিসি নিউ ইয়র্কে চলে আসেন তখন শহরের কর্মকর্তারা তাকে তার দুই বছরের মেয়ের সীসার বিষক্রিয়া পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন।তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীসার দূষণ কতটা দ্রুত এবং সস্তায় মূল্যায়ন করার উপায় নিয়ে ভাবছিলেন,যেহেতু প্রতিটি শহরে শিশুদের সীসার মাত্রার পরীক্ষা হয় না। বন্য পায়রা মানুষের পরিবেশে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে। তারা খাবার, জল এবং পরিবেশে বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসে এবং সেই বিষাক্ত পদার্থগুলি তাদের শরীরে চলে যায়।ক্যালিসি অনুমান করেছিলেন যে, পাখিরা সাধারণত তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মগুলি তাদের আবাসস্থলের তুলনামূলকভাবে ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখে। তাই সেই এলাকায় সীসা দূষণের পরিমাণ প্রকাশ করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রথমত, তিনি ওয়াইল্ড বার্ড ফান্ড ডাটাবেস থেকে পায়রার সীসার মাত্রা নিউ ইয়র্ক সিটির শিশুদের একটি ডাটাবেসের সীসার মাত্রার সাথে তুলনা করেন। তিনি এই তথ্যটি শহরের মানচিত্রে সাজিয়ে নেন এবং দেখেন যে,যেসব এলাকায় পায়রার রক্তে সীসার মাত্রা বেশি, সেখানে শিশুদের মধ্যেও তা বেশি দেখা যায়। তাই তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পাখিগুলিকে সঠিক জৈব সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার পরবর্তী পদক্ষেপ হল এমন যন্ত্র বা সরঞ্জাম তৈরি করা তা থেকে গবেষক,শহরের কর্মকর্তা এবং অন্যরা পায়রা পরীক্ষা এবং সীসার হট স্পট সনাক্ত করতে ব্যবহার করতে পারে। তিনি কীটনাশকের মতো অন্যান্য দূষণকারী পদার্থের জন্য পাখিগুলিকে একইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা তাও গবেষণা করার পরিকল্পনা করেন।পাখি এবং কৃষি সম্পদ রক্ষার জন্যও বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কৃষি সরঞ্জাম, বিমানের ওড়ান এবং প্রাণীদের নিজেদের সুরক্ষার লক্ষ্যে গবেষণায়ও পাখিরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পাখিরা যখন উড়ে যায়, তখন তাদের মাথার পাশে তাদের চোখ থাকার ফলে তাদের চঞ্চুর সামনে কী আছে তা দেখতে পায় না। যদিও এটি তাদের দলের সঙ্গী এবং সম্ভাব্য শিকারীদের উপর নজর রাখতে সাহায্য করে। তাতে প্রায়শই তাদের বায়ু টারবাইন এবং বিমানের সাথে বাধার সম্মুখীন হয়ে সংঘর্ষ হয়। যার ফলে যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। পাখিদের মৃত্যুর কথা তো বাদই দেয়া যাক। পাখিরা লক্ষ লক্ষ ডলারের ফসলের ক্ষতিও করতে পারে। অনুমান করা হয়, যে সব চাষীরা ফল উৎপাদন করে প্রতি বছর পাখির কারণে তাদের ১৬ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়।দেখা গেছে পাখিদের নিয়ন্ত্রণ করতে যেমন কাকতাড়ুয়া বা নকল প্লাস্টিকের তৈরি পাখির ব্যবহার।পাখিরা প্রথমে তা দেখে ভয় পায় কিন্তু তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে যে এগুলি আসলে হুমকি নয়। উইলিয়াম অ্যান্ড মেরি কলেজের জীববিজ্ঞানী জন সোয়াডল বলেন তএগুলি কাজ করে না কারণ আমরা প্রাণীর আচরণের মৌলিক ধারণা বুঝতে পারি না।দ তাই তার পরিবর্তে, চমকে দেওয়ার মতো পাখি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। পরবর্তী গবেষণায় সোয়াডল পাখিদের সতর্ক করতে এবং বাধা থেকে দূরে রাখতে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য বস্তুর উপর শব্দের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ শিকারী বা তাদের পালের অন্যদের কাছ থেকে সেই শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে পাখিরা নিরাপদ জায়গায় ফিরে যায়।সোয়াডল জেব্রা ফিঞ্চের আচরণ গবেষণা করে দুটি প্রযুক্তি তৈরি করেন যা খামার বা বিমানক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। দুটি ব্যবস্থায় নির্দেশমূলক স্পিকার ব্যবহার করে ৬ থেকে ১২ কিলোহার্টজ বিস্তৃত, পাখির শোনার শব্দের মাত্রার উপরের দিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে অতিরিক্ত শব্দ দূষণ রোধ করা হয়। উভয় প্রযুক্তিই পাখিদের স্থানান্তরিত করতে বা বাধা এড়াতে কার্যকরী ছিল। মৌলিক জীববিজ্ঞানের নীতিগুলি বোঝা দরকার কারণ এর বেশিরভাগই এই ধরণের সামাজিক সমস্যার বাস্তবসম্মত এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রয়াত জামালপুরের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা দিলীপ গুহ

নিজস্ব প্রতিবেদন - প্রয়াত পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের

বর্ষীয়ান নেতা দিলীপ গুহ।মঙ্গলবার রাতে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।১৯৯৮ সাল থেকে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করতেন।তিনবার পঞ্চায়েত সদস্য, একবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও একবার উপ প্রধান নির্বাচিত হন তিনি।খবর পেয়ে সকালেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। বুধবার ২০ আগষ্ট সকালে তাঁর মরদেহ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়।সেখানে তাঁর দেহ দলীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক অলক কুমার মাঝি,ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক সহ অন্যান্যরা।চারাবাগান শ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।মেহেমুদ খাঁন বলেন, দিলীপ বাবুর চলে যাওয়া দলের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি।তিনি দিলীপ বাবুর আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানান।

সাংসদ তহবিলের টাকায় ধনিয়াখালি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নবনির্মিত রোগীর পরিবারের সদস্যদের বসার শেডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি,সঙ্গে ছিলেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র এবং বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী।

বীরভূমের মহম্মদ বাজার থানার উদ্যোগে ৬০ দিনে ৬০ টি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে গত সোমবার ১৮ আগষ্ট প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের এসপি আমনদীপ, অ্যাডিশনাল এসপি রাহুল মিশ্র,ডিএসপি ডি এন্ড টি কুণাল মুখার্জি,মহম্মদ বাজার থানার আইসি প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী !

নিজস্ব সংবাদদাতা - পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী ! পারিবারিক অশান্তির জেরে রাতভর মারধর করার পর স্ত্রীকে মাথায় লাঠি দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে।রবিবার ভোর বেলা ঘটনাটি ঘটেছে দাদপুর থানার বিলায়েতপুর গ্রামে।মৃতার নাম মঞ্জুরা বেগম(৩০),বাড়ি সিঙ্গুর থানার পায়ড়াউড়া গ্রামে।মৃতার মায়ের দায়ের করা খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতার স্বামী অভিযুক্ত রাজব আলীকে খুঁজছে পুলিশ।এ দিন ভোর ৫ টা ১৫ মিনিটে খবর পাওয়ার পর হুগলি গ্রামীণ পুলিশের দাদপুর থানার পুলিশ মহিলার মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুঁচুড়া

জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।মৃতার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে বলে জানা গেছে।বিয়ের পর থেকেই মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন করা হত মঞ্জুরার উপর বলে অভিযোগ।শনিবার রাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চরম আকার নেয়।মধ্যরাত্রে স্বামীর মারধরের হাত থেকে বাঁচতে আত্মীয়ার বাড়িতে যাচ্ছিল মঞ্জিরা।ওই সময় দাদপুরের বিলায়েতপুরের কাছে মঞ্জিরার স্বামী রজব মঞ্জিরার মাথার পিছনে লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে।তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় মঞ্জুরার।ঘটনার পরেই অকুস্থল ও বাড়ি সীল করে দেন তদন্তকারী দল। গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি (শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ) প্রিয়ব্রত বক্সী বকশি নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়।ফরেন্সিক দলকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনার পরেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে অভিযুক্ত।এ বিষয়ে হুগলির পুলিশ সুপার(গ্রামীণ) কামনাশীস সেন বলেন,মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ পুলিশ দিন রাত কাজ করছে।অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের মাধ্যমে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

পড়াশোনা শিকেয় তুলে স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে করানো হচ্ছে মিড ডে মিলের বাজার !

নিজস্ব সংবাদদাতা - পড়াশোনা শিকেয় তুলে ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে করানো হচ্ছে মিড ডে মিলের বাজার

! মিড ডে মিলের ব্যাগ ভর্তি মাল মাথায় নিয়ে ছোট ছোট পায়ে চলতে না পারলেও স্কুলের পোশাকে সেই বাজার নিয়েই দীর্ঘপথ ধরে স্কুলে যেতে হয় কচিকাঁচা পড়ুয়াদের, অভিযোগ।রাস্তায় ভারী যানবাহনের দাপটেপ্রতিপদে জীবনের ঝুঁকি থাকলেও উপায় নেই।বাজার করতে না গেলেই রোষানলে পড়তে হবে শিক্ষকদের।এই নিয়ে কেউ বলতে গেলে শিক্ষকদের সঙ্গে অশান্তিও হয় তার।নিত্যদিন এমনই এক অমানবিক ঘটনার সাক্ষী মন্তেশ্বরের ইশনা গ্রামের মানুষজন।স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের অভিযোগ,মন্তেশ্বরের ইশনা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছোট ছোট পড়ুয়াদের স্কুল থেকে এক কিলোমিটার দূরে মিড ডে মিলের বাজার করতে পাঠান।পড়াশোনা লাটে তুলে এইভাবে তাদের খাটানো হয়।এই নিয়ে বলতে গেলে স্কুল কর্তৃপক্ষ অশান্তি করে বলে অভিযোগ।যদিও ঘটনার কথা স্বীকার করে নেন প্রধান শিক্ষক।ভবিষ্যতে আর এরকম ঘটনা ঘটবে না বলেও জানান তিনি।ঘটনাকে ঘিরে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

জমি থেকে উৎখাত হওয়া পাট্টাদারদের জমি ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা - জোরপূর্বক জমি থেকে উৎখাত হওয়া সরকারিভাবে পাট্টা পাওয়া ২৩ জন প্রান্তিক কৃষককে জমি ফিরিয়ে দেবার প্রক্রিয়া শুরু করলো কালনা মহকুমা প্রশাসন।গত বৃহস্পতিবার ২২ আগষ্ট জবরদখলকারীদের তৈরি করা ইটের রাস্তা জেসিবি দিয়ে তুলে ফেলা হয়।শুক্রবার ২২ আগষ্ট জমিটাকে মাপজোক করে উচ্ছেদ হওয়া পাট্টাদারদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,২০০২ সালে পাট্টা পাওয়া তেইশ জনকে গত এপ্রিল মাসে তাদের চাষবাস বন্ধ করে জমি থেকে উৎখাত করা হয় বলে অভিযোগ।পাট্টাদারদের জমি দখল করে সেখানে প্রোমোটাররাজ কায়েম

করার উদ্দেশ্য ছিল বলে অভিযোগ।।যদিও কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সবকিছু তদন্ত করে দেখার পর উৎখাত হওয়া প্রান্তিক কৃষকদের পক্ষেই নির্দেশ জারি করেন কালনা মহকুমা শাসক শুভম আগারওয়াল। সেই নির্দেশিকায় পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয় একুশে আগস্ট ওই জমিতে প্রান্তিক কৃষকদের পুনরায় চাষ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।সেই নির্দেশ মত ২১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কালনা ২ ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপুরে পুলিশ পাট্টাদারদের জমির উদ্ধারে নামে। উদ্ধার করার সময় ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করে জবরদখলকারীরা।কিন্তু সে বাধাকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ওই মাঠে জেসিবি মেশিন নামিয়ে দেওয়া হয়। কালনা মহাকুমা পুলিশ অফিসার রাকেশ চৌধুরী বলেন,জেসিবি মেশিন নামিয়ে আমরা আজকে কিছু কাজ করেছি।আগামীকাল শুক্রবার মাপজোকের পর সমস্ত পাট্টাদারদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ২৩ জন পাট্টা পাওয়া ব্যক্তির জমির পরিমাণ ৫.৬ একর।

বড়সড় সাফল্য পেল হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের সাইবার থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা - গৃহ মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালে একাধিক অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর হুগলি গ্রামীণ

জেলার সাইবার ক্রাইম থানায় রুজু হলো মামলা নং , ১৭/২৫ (ধারা ৬১(২)/৩১৯(২)/৩১৮(৪)/৩১৬(২) বিএনএস অনুযায়ী)। অভিযোগ দায়ের করেন সাব-ইন্সপেক্টর মৌ হীরা এবং মামলার তদন্তভার পান এএসআই চিরঞ্জিত বাগুই। অভিযোগ অনুযায়ী, অচেনা নম্বর থেকে ফোন ও এসএমএস করে "ই-বাইকের যন্ত্রাংশ কিনবেন ?" এই প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করা হচ্ছিল।তদন্তে উঠে আসে, এই প্রতারণা চক্রের মূল হোতা হলেন আরিক ভট্টাচার্য,পিতা , অশোক ভট্টাচার্য, বাড়ি -তারকেশ্বরের তালপুর। তিনি ও তার সহযোগীরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে মোট ১,০৮,২০০ টাকারও বেশি হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ।এমনকি তার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরের বিরুদ্ধে জাতীয় সাইবার পোর্টালে জমা পড়েছে অন্তত ১১টি অভিযোগ।হুগলি গ্রামীণ জেলার সাইবার ক্রাইম থানার তৎপরতায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন,এই প্রতারণার সাথে আরও কারা জড়িত।হুগলি জেলা পুলিশের তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে জানানো হয়েছে,অপরিচিত ফোন কল বা এসএমএস-এর প্রলোভনে পা না দিতে এবং কোনও প্রতারণার ঘটনা ঘটলে দ্রুত থানায় বা জাতীয় সাইবার পোর্টালে অভিযোগ জানাতে।

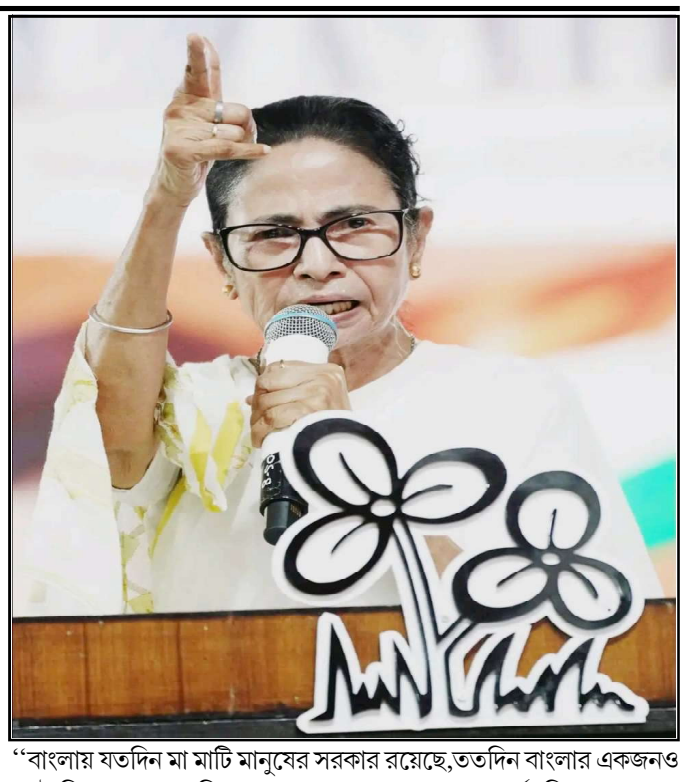

''বাংলায় যতদিন মা মাটি মানুষের সরকার রয়েছে,ততদিন বাংলার একজনও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না", সমাজ মাধ্যমে বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুড়াপ বইমেলা কমিটির উদ্যোগে পলাশী হেমাঙ্গিনী নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রবিবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।উপস্থিত ছিলেন গুড়াপ বইমেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী,সভাপতি লক্ষণ চন্দ্র পাল, সহ সভাপতি সোমনাথ ব্যানার্জি,কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী মহম্মদ মাহমুদ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের নাদনঘাট থানার উদ্যোগে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের নিমতলা এলাকায় রবিবার মুসলিম স্কলারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল মুসলিম বিবাহ,ডিভোর্স এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক আলোচনা শিবির।মুসলিম ব্যক্তিগত আইন,সাধারণ আইন,ভারতীয় সংবিধান এবং আদালতের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে খুব সুন্দর ভাবে আলোচনা করেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ।

আবুজহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাণী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল ও জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জৌগ্রাম হাইস্কুলে ২২ আগষ্ট অনুষ্ঠিত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক,সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, ভারপ্রাপ্ত বিডিও রাহুল বিশ্বাস,পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, প্রধান রমজান শা ও মল্লিকা মন্ডল সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকবৃন্দ।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

সাংসদ তহবিলের টাকায় গুড়াপ থানাকে একটি অ্যাম্বুলেন্স দিলেন হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি।

চিট ফান্ড কোম্পানির আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর উদ্যোগ নিল এসপি তালুকদার কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন - অ্যাম্পেন,টাওয়ার, এমপিএস,অ্যালকেমিস্ট সহ ৫৫টি চিট ফান্ড কোম্পানির আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো ডিপোজিটরদের প্রতি পাবলিক নোটিশ জারি করল জাস্টিস এসপি তালুকদার কমিটি।অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র আপলোড করতে হবে।এসপি তালুকদার কমিটিরওয়েবসাইটে (www.justicesptalukdarcommittee.com) গিয়ে আমানতকারীদের ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে।অনলাইনে আবেদন করার জন্য আমানতকারীর আধার কার্ডের সঙ্গে অবশ্যই মোবাইল নম্বর যুক্ত থাকতে হবে।টাকা জমা দেওয়ার সার্টিফিকেট সহ আবেদন করার সময় লাগবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস,আধার কার্ড, ভোটার কার্ড/প্যান কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স।আর অবশ্যই আধার কার্ডের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বর।মোবাইল নম্বর ভেরিফাই না হলে আবেদন করতে পারবেন না।আর যদি কোনো ইনভেস্টর মারা যান তাহলে তার নমিনি আবেদন করতে পারবেন।আর যদি ইনভেস্টর ও নমিনি উভয়েই মারা যান তাহলে তাদের উত্তরাধিকারী আবেদন করতে পারবেন বলে জানা গেছে।

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষ পালন মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি শহরের সোমেশ্বর তলায় সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে ১৬ আগস্ট শনিবার বিকাল তিনটায় কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষ পালন করা হল।উদ্বোধনী সঙ্গীত,কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের,প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন,কবির প্রতিকৃতিতে উপস্থিত সকলের পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে সভাপতি জগন্নাথ গাঙ্গুলীর উপস্থিতিতে কবি সুকান্ত বিষয়ক আলোচনা, বক্তব্য, সঙ্গীত ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে এই মহতী অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে পরিবেশিত হয়।শঙ্খামল ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় অভয় সামন্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধগ্ধা ভট্টাচার্য,অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল কৃষ্ণ বণিক, কিশোর চন্দ্র বিশ্বাস, শুভাশিস মল্লিক, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় লাহা, অঙ্কিতা বিশ্বাস, শ্রেয়সী বন্ধ্যানার্জী, সোমা পাঠক,অন্তরা দত্ত, জয়ন্ত গাঙ্গুলী, অনুরাগ আহমেদ, সুফি রফিক উল ইসলাম, দেব প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ্রকান্তি ঘোষাল, সবুজ ভক্ত, বিধান চন্দ্র গঙ্গমন্ডল প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

(প্রথম পাতার পর)

বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা

পশ্চিম বর্ধমান জেলার ২৩টি জনমুখী প্রকল্পের শুভ শিলান্যাসও করলেন মুখ্যমন্ত্রী,যার আর্থিক মূল্য ৫১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। এছাড়াও, দক্ষিণবঙ্গের ১৪টি জেলার বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার হাতে তুলে দিলেন কৃষি ও বসত বাড়ির পাট্টা। ২০১১ সাল থেকে রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকার ২ লক্ষ ২৬ হাজার বসত পাট্টা, ১ লক্ষ ৮০ হাজার কৃষি পাট্টা এবং ৪৭ হাজার বন-জমির পাট্টা প্রদান করেছে।এর সঙ্গে, সবুজসাথী-র একাদশ পর্যায়ে নবম শ্রেণিতে পাঠরত প্রায় ১২ লক্ষ ৫০হাজার ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হবে, মুখ্যমন্ত্রী যার সূচনা করলেন এদিন।পাশাপাশি,প্রায় দেড় লক্ষ পরিবারের হাতে এদিন সরকারি মঞ্চ থেকে তুলে দেওয়া হল বিভিন্ন পরিষেবা, যার মধ্যে, ৭২ হাজারের বেশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ৫০ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ৯,৮০০-র বেশি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ, ৪,৮০০-র বেশি উপভোক্তাকে রূপশ্রী এবং ২,৫০০-র বেশি বাংলার বাড়িপ্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল।আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বার্থে 'কৃষক সেতু'-র সমান্তরালে বর্ধমান-আরামবাগ রাস্তায় দামোদর নদ-এর উপর ৩৪৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন-লেন বিশিষ্ট একটি 'শিল্প সেতু' নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার এই সেতুর শুভ শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী-র মধ্যে যোগাযোগ আরো উন্নত হবে। কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,''উন্নয়নের আলোক-ছটায় আজ সারা বাংলা আলোকিত। কিন্তু জনবিরোধী বিজেপি-র এই উন্নয়নে গাত্রদাহ হয়।তাই তারা যেমন একদিকে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে দিনের পর দিন ,তেমনই দেশজুড়ে বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের উপর চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার।কিন্তু বাংলার উন্নয়নের অশ্বমেধের ঘোড়াকে কেউ থামাতে পারবে না, না পারবে কেউ বাংলা ভাষায় আমাদের কথা বলা আটকাতে। কারণ, উন্নয়নের এই মহাযজ্ঞ বাংলার মানুষের আশীর্বাদে ধন্য।আপনাদের হিত ও কল্যাণের লক্ষ্যে আমি এবং আমার মা-মাটি-মানুষের সরকার সর্বদা নিয়োজিত।''

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

● উত্তেজনা ভাস্তাড়ায়।ঠেলাঠেলিতে আহত দু'পক্ষের দু'জন,অভিযোগ।সিপিএমের অভিযোগ,তাদের এক কর্মীকে মেরে রক্তাক্ত করেছে তৃণমূল কর্মীরা।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।সিপিএম ও তৃণমূল দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানা গেছে।

● নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার তৃণমূল বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা।

● দুর্নীতির ধুয়ো তুলে দীর্ঘদিন ধরে একশো দিনের কাজ থেকে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার।এভাবে কি টাকা আটকে রাখতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার,উঠছে প্রশ্ন।

● ৭ দিনের মধ্যে দাগি শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।একজনও দাগি প্রার্থী পরীক্ষায় বসলে ফল ভুগতে হবেএসএসসিকে,মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি।

● ধনিয়াখালি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলনে নেমেছেন ধনিয়াখালি দলিল লেখক সমিতি।

● পাড়াতল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার অনুষ্ঠিত হল আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির।উপস্থিত ছিলেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক,সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক,পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি,পাড়াতল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাবিয়া বেগম সেখ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকবৃন্দ।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ধনিয়াখালি বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও ধনিয়াখালি ব্লক এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান।উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনিয়াখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী,ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক,সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

(প্রথম পাতার পর)

ভুয়ো সিম কার্ড চক্রের পর্দা ফাঁস

মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে নাম আসে মুস্তাইন উদ্দিন মল্লিক,যিনি পিওএস ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো সিম কার্ড জেনারেট করছিলেন বলে অভিযোগ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,এই সিম কার্ড ব্যবহার করে দেশজুড়ে আর্থিক প্রতারণা চালানো হচ্ছিল।তদন্তে প্রকাশ পায়, ইতিমধ্যেই তেরো লক্ষ টাকা ভুক্তভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে এই ভুয়ো সিমকার্ড ব্যবহার করে।উক্ত ঘটনার ভিত্তিতে সাইবার ক্রাইম থানায় একটি মামলা রুজু করা হয় এবং তদন্তভার দেওয়া হয় এলএসআই মৌ হীরাকে।গত সোমবার ২৫ আগষ্ট তারকেশ্বর থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।ধৃতকে মঙ্গলবার ২৬ আগষ্ট আদালতে পেশ করা হলে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

(প্রথম পাতার পর)

হিজাব পরার কারণে চাকরি থেকে

বানু। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে হিজাব না পরার জন্য লাগাতার চাপ দিয়ে গেছেন। সাবরিন যুক্তি দেখিয়েছেন যে সরকারী হাসপাতালে হিজাব পরে কাজ করছেন বহু নার্স।দেশের অন্যান্য রাজ্যে ও বিদেশেও হিজাব পরে অনেকে কাজ করছেন। এছাড়া, ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট আইনে শাখা-পলা অথবা হিজাব পরে ডিউটি করা যাবে না, এরকম কিছুই উল্লেখ নেই। কিন্তু কোন যুক্তিই গ্রাহ্য হয়নি। দেশের আইনকে মানা হল না। সাবরিন বরখাস্ত হলেন।আমাদের রাজ্যে এখন এইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি শাসন ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের যাঁতাকলে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।আমাদের রাজ্যে এই দুই দলের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক রেষারেষির জেরে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা চলে যাচ্ছে।খোদ কলকাতার বুকে কারমাইকেল হোস্টেলের বাঙালি মুসলমান আবাসিকরা পিটুনি খাচ্ছেন।দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। মুর্শিদাবাদে হিজাব পরার জন্য চাকরি যাচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী খোদ হিজাব পরে মুসলমানদের মসিহা সাজছেন, অথচ সেই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই দুরাবস্থা ! এতগুলি ঘটনাগুঘটে যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি জেগে ঘুমোন,তাহলে সেই ঘুম ভাঙানোর কাজটা জনগণকেই করতে হবে, এটা বলা বাহুল্য। ''

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com